ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 258-265
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.457

পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি: দুই সময়ের শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায়

সঞ্চিতা দাস, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Upendrakishore Ray Chowdhury was born in the latter half of the nineteenth century. His period of literary activity spans the late nineteenth century and the early twentieth century—a time when society was largely simple, rural, and tradition-oriented. As a result, his writings are marked by a strong presence of folk tales, fairy tales, nature, and moral teachings. In his works intended for children's education, he lovingly and carefully compiled stories that were commonly narrated by mothers and grandmothers in rural Bengal. Each story carries a tendency to impart moral lessons in an entertaining way. At times, by presenting animals and birds as characters, he skillfully brought forward the harsher realities of society before children in a subtle and engaging manner. His grandson, the renowned and talented writer Satyajit Ray, achieved worldwide fame both as a writer and as a filmmaker. He blended imagination with scientific thinking to create exciting stories and novels. Through each of his works, he aroused curiosity in the minds of readers. By creating the iconic detective character 'Feluda', he elevated the genre of detective fiction to an international standard. As a modern writer, he was influenced by urban life, scientific awareness, and technological advancement—elements that are clearly reflected in his children's literature through its modernity and realism. Using very simple and lucid language, he crafted thrilling mystery, suspenseful, and humorous stories. With the passage of time, the nature of children's literature has evolved. While Upendrakishore Ray Chowdhury sowed the seeds of imagination and moral values in young minds, Satyajit Ray expanded that imagination through the light of modernity, logic, and science. Thus, these two writers from different eras complement each other.

Keywords: Nineteenth century, Filmmaker, Tradition, Thrilling, Mystery

যেকোনো সাহিত্য রচনার মূলে থাকে ভাবনা, আর সেই ভাবনাকে লিখিত রূপে প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের সূচনা হয়। তাই যেকোনো সাহিত্যের লিখিত রূপের পূর্বে তার বিকাশ ঘটে মৌখিক রূপে। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ভারতে গণিত শাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র রচনার পাশাপাশি শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট করে কোন সাহিত্য রচনার কথা কেউ ভাবেননি, হয়ত প্রয়োজনও ছিল না। কেননা সেই সময় বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাচর্চা শুরু হত এবং তার পরবর্তীতে গৃহশ্রমে প্রবেশ করতে হত-

''তাহাদের বিদ্যালাভের বাহিরে আর কোনও উপপাঠের আবশ্যক ঘটিত না''[১]

কিন্তু তখন গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বিভিন্ন ছড়া, মেয়েলি ছড়া, রূপকথা-উপকথার গল্প- যা থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনা হয়। বাস্তব ঘটনা ও কল্পনার মিশ্রণেই রূপকথার জন্ম। কখন ব্যাঙ্গমা- ব্যাঙ্গমি, কখন বীর রাজপুত্র, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি এই সবই মনোজগতে লাভ করেছে এক চিরন্তন বাস্তব রূপ। মানুষের চিরন্তন যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ করে দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবন থেকে সুখের পথে যাত্রা, সবশেষে জয়ের দ্বারা আনন্দমুখর ঘটনা পরিবেশিত হয় এই রূপকথার গল্পে। রূপকথার পাশাপাশি সেই সময় রচিত বিভিন্ন জাতক কাহিনি, রামায়ণ, মহাভারতের নানান উপকাহিনি, পঞ্চতন্ত্রের গল্প, হিতোপদেশ ও কথাসরিৎসাগরের রূপকথা সংকলিত নীতিকথামূলক গল্পও শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যিক আশা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে বলেছেন-

> 'শিশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া যদি কিছু দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহা পণ্ডিত বিষ্ণু শর্ম্মার ''পঞ্চ-তন্ত্র''।[২]

কখনও কখনও ইংরেজি সাহিত্য অনুকরণ ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে শিশুদের উপযোগী বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। তবে রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়া শিশুসাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশের অংশীদার, যা শিশুদের চিত্ত অধিকার করে রেখেছিল। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনকালেও আরব ও পারস্যীয় কিছু সাহিত্যের সাথে ভারতের পরিচয় হয়। যেমন আলিবাবার গল্প- যা শিশুদের উপযোগী।

'শিশু কিশোর সাহিত্য' বিষয়টি আধুনিক সময়ের। শিশুদের জন্য পরিকল্পনা করে লেখার যে ধারা তার সূচনা হয় মূলত উনিশ শতকের প্রথম পর্বে, বাংলা আধুনিক গদ্য সাহিত্যের সূচনালগ্নে। এতদিন রূপকথার গল্প, ছেলেভুলানো ছড়া, ব্রতকথার মধ্য দিয়ে শিশুদের উপযোগী বিষয়কে খোঁজা হত, তার অবসান ঘটল। ইংরেজ শাসকদের এক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রয়েছে কারণ তাদের প্রভাবে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেই পাঠ্যপুস্তকধর্মী, নীতিশিক্ষামূলক ও অনুবাদ প্রধান রচনার মাধ্যমে ছোটদের সাহিত্যের পথ চলা শুরু হয়। সেই সময় শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট নানান পত্রপত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে শিশু কিশোর সাহিত্য প্রকাশ পায়। শিশুসাহিত্য রচনায় একের পর এক গুণী লেখক অত্যন্ত সস্নেহে সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র বিশিষ্ট শিশুজগৎ- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লালবিহারী দে, শিবনাথ শাস্ত্রী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখ্য, আর সেই ধারায় নব পালক রূপে যুক্ত হয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শিশুসাহিত্যিক, সম্পাদক, চিত্রকর, অলংকরণ শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, মুদ্রণশিল্পবিশারদ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম অখণ্ড বাংলাদেশের মসূয়া গ্রামের সুবিখ্যাত রায় পরিবারে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়। মাত্র চার বছর বয়সে পিতার জ্ঞাতিভাই জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে দত্তক নেন। তাঁর নতুন নামকরণ করা হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় বারবার যে পরিবারের ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয় তা হল রায় পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরেই তার সূচনা ঘটল। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন-

> ''প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা-রঙিন রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, আর সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-একটিমাত্র পরিবারের আসন, মাত্রাভেদে যত বড়োই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই। কোন-একটা সময়ে এ-রকমও আমাদের মনে হয়েছিল যে বাংলা শিশুসাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদিপুরুষ।''[৩]

শুধুমাত্র ছোটদের সাহিত্য সৃষ্টিতেই তিনি নিজেকে আজীবন নিয়োজিত করেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে ১৮৮৩ সালে, শিশুদের পত্রিকা 'সখা'-য় 'মাছি' নামক গদ্য রচনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে তিনি 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকাতেই লেখালেখি করেছেন। কেবল পত্রিকাতেই নয়, তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন একাধিক গ্রন্থ। যদিও তাঁর ছোটদের উপযোগী গ্রন্থ সংখ্যা খুব বেশি নয়, তবুও সাহিত্যগুনের বিচারে সেগুলির ব্যাপ্তি ও গভীরতা অসাধারণ। 'ছোটদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত', 'টুনটুনির বই', 'সেকালের কথা', 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহজ ভাষা, সরল প্রকাশভঙ্গি ও অপূর্ব কল্পনার সমন্বয়ে রচিত তাঁর কাহিনিগুলিতে যেন বাস্তব জগৎ ও জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনা প্রকাশনার ক্ষেত্রেও ছিল আধুনিকীকরণ। ১৯১৩ সালে তিনি নিজের সম্পাদনায় 'সন্দেশ' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন- যা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি।

ছড়া, রূপকথা, ইতিহাসের গল্প কিংবা নিখাদ কল্পকাহিনি এমন কোন শাখার কথাই ভাবা যায় না যে শাখায় উপেন্দ্রকিশোর তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শ দ্বারা নবপ্রাণ সঞ্জীবিত করেননি। তাঁর লেখা 'ছোটদের রামায়ণ' শিশুসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ। আশ্চর্য সহজ ও সরস ভাষায় তিনি রামায়ণের কাহিনিকে ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। রামায়ণের মূল চরিত্র রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণকে ঘিরে সহজ ভঙ্গিতে জটিলতা পরিহার করে মূল কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। সহজবোধ্য ও রোমাঞ্চকর বর্ণনা শিশুদেরকে এই গ্রন্থের প্রতি অধিক আকর্ষিত করে। নৈতিক শিক্ষা, বন্ধুত্ব, কর্তব্য বোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের মূল্যবোধ তৈরি করে এই গ্রন্থ- যা শিশুদের শিক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন 'ছোটদের রামায়ণ' পাঠের অভিজ্ঞতার কথা-

> ''বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো, - কিন্তু শুধু পদাবলী আউড়িয়ে আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীর-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্পঝম্প: আমিই রাম এবং আমিই লক্ষণ, আর ওই যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে- ঐ হ'লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ'লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবনকে না-হ'লেও -কেননা রাম-লক্ষণের বনবাসের অমন অপরূপ ফূর্তিটা মাটি হ'লো তো সীতা রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে- সব নদী, বন, পাহাড়-পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট-ছবির মতো এক-একটি নাম-ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো''[৪]

'ছোটদের মহাভারত' একই উদ্দেশ্যে রচিত। মূল মহাভারতের বিশাল কাহিনি থেকে প্রধান ও আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো নিয়ে এই সংকলন তৈরি। যুদ্ধের বর্ণনার পাশাপাশি ন্যায়-অন্যায়ের, সত্য-অসত্যের বোধকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়।

এছাড়াও তাঁর রচিত 'টুনটুনির বই' শিশু-কিশোর সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। পশুপাখি পরিবেষ্টিত প্রাণোচ্ছল প্রকৃতি ছোটোরা যাতে সহজে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় তাই তাঁর এই ভাবনা। এই গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত স্নেহে যত্নে গ্রাম বাংলার অতিপরিচিত মা ঠাকুমার মুখের গল্পগুলিকে সংকলন করেন। বইটিতে টুনটুনি পাখির সাথে দুষ্টু বেড়াল, অহংকারী রাজা এবং নাপিতের বুদ্ধির লড়াইয়ের গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্প যেমন মজার তেমনি শিক্ষনীয়। 'টুনটুনির বই' শিশুদের জন্য রচিত হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক চিরন্তন সত্য– সবলের ওপর দুর্বলের জয়। শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতার চেয়ে বুদ্ধি, কৌশল এবং দৃঢ়তার গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের সামনে বাস্তব জীবনের ন্যায়-অন্যায়ের ফলশ্রুতিকে

উপস্থিত করেছেন। কিন্তু কোনভাবেই তা কঠিন বা রুঢ়ভাবে প্রকাশ করেননি। ছোট হলেই কেউ যে তুচ্ছ নয়, সেই বার্তাটি লেখক তুলে ধরেছেন। মজার ছলে জীবনের কঠিন বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন গল্পগুলিতে। সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত টুনটুনির কাহিনি শিশুদের মন আকর্ষণ করে।

উপেন্দ্রকিশোরের রচিত 'সেকালের কথা' একটু অন্য স্বাদের রচনা। শিশুদের জন্য লেখা এটি একটি জনপ্রিয় সচিত্র বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বই। এই বইটিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশালকার জীবজন্তু ও পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনি অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও আনন্দদায়ক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

> "বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হইলেও, সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চ্চার চেষ্টা হয় নাই। বালকবালিকাদিগকে প্রাচীনকালের কাহিনী শুনাইবার জন্যই এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেইরূপ সহজকথায় সরলভাবে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[৫]

পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হওয়ার পর থেকে আমরা যে সকল জীবজন্তুর কথা জানতে পারি অর্থাৎ ডাইনোসর, টাইরানোসর প্রভৃতি বিচিত্র সকল জন্তু-জানোয়ার ছোটোদের জন্য তিনি এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থ, প্রতিটি গল্প ছোটোদের মনে আনন্দ ও কৌতূহলের জাগরণ ঘটিয়েছে। পাশাপাশি তিনি গল্পচ্ছলে শিশুদের বাস্তব বুদ্ধির বোধ তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের সঠিক পথের দিকে নির্দেশ দিয়েছেন। নলিনী দাশ 'সুকুমার রায় ও সন্দেশ' পত্রিকার আলোচনায় বলেছেন-

> "উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে তেল রঙে জলরঙে আর কালি কলমে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতেন আর পৌরাণিক কাহিনী ও অন্যান্য গল্প কবিতা প্রবন্ধ বিচিত্রিত করতেন। চমৎকার বেহালা আর পাখোয়াজ বাজাতেন; ভাবগম্ভীর ব্রহ্ম-সংগীত রচনা করতেন আর ছোটদের জন্য মজার গান লিখে সুর দিতেন। রঙিন ও হাফটোন ছবি ছাপার কাজে মৌলিক গবেষণা করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনা করেছিলেন। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম উচ্চমানের ছবি ছাপা প্রবর্তন করেছিলেন।"[৬]

উপেন্দ্রকিশোরের অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লেখার হাতে খড়ি হয় বন্ধু প্রমদাচরণ সেনের সংস্পর্শে। পরবর্তীতে তিনি একে একে সাহিত্য জগতকে উপহার দিয়েছেন একাধিক রচনা। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে অকালপ্রয়াণে তাঁর প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হতে হয় বাংলা সাহিত্যকে। তাঁর অধিকাংশ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবুও বলা যায় উপেন্দ্রকিশোর সে যুগের সর্ব প্রধান লেখক ছিলেন যিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েকে কেন্দ্র করে অক্লান্ত পরিশ্রমে শিশুদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত লিখেছেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্য জগতে যে ধারায় গা ভাসালেন পরবর্তীতে তাঁর পরিবারের অনেকেই সেই ধারায় একে একে যুক্ত হন। তাঁর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী সকলেই শিশুসাহিত্যের জগতে এক সোনালী অধ্যায়ের অংশীদার। তাঁর পুত্র সুকুমার রায় শিশুসাহিত্য জগতে এক অতি পরিচিত নাম। তবে তাঁর রচনা নেহাতই শিশু মনোরঞ্জনের জন্য রচিত নয়। তিনি হাস্যরসাত্মক কাহিনি রচনার দ্বারা পাঠককে আকৃষ্ট করলেও তার অধিকাংশ রচনার মধ্যে রয়েছে বাস্তববোধ-

> "বাস্তবতার উপাদান অবশ্য সূচনা থেকে বাংলা শিশুসাহিত্যে সমাধিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে জনপদ জীবনে ছায়াপথ যেমন ঘটেছে, তেমনি বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা লোকায়ত উৎসব ইত্যাদি সমাজের বিবিধ দিকের বিশ্বস্ত চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।"[৭]

তার স্বল্পায়ু জীবনে তিনি একাধিক সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, তাঁর নিজের আঁকা ছবিসহ মৌলিক ছড়া, কবিতা, গল্প ও নাটিকার প্রকাশ ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়।

তাঁর পরবর্তীতে সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন তাঁর পুত্র স্বনামধন্য প্রতিভাবান লেখক সত্যজিৎ রায়। তিনি একাধারে লেখক, অন্যদিকে চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা রূপে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি ব্যতিক্রমী ভাবনা ও অনন্য লেখনীর দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি উন্মুক্ত করেছেন শিশুদের জন্য এক আশ্চর্য কল্পনার জগৎ। সত্যজিৎ রায় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান নির্মাতা যিনি ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কু এবং তারিণীখুড়োর মতো আইকনিক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে গোয়েন্দা, বৈজ্ঞানিক ও অ্যাডভেঞ্চার মূলক কাহিনিকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি সাহিত্যকীর্তি আজও সকল পাঠকের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। বিজিত ঘোষ 'সত্যজিৎ-প্রতিভা' গ্রন্থটিতে সম্পাদকীয় কলমে বলেছেন-

> ''সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে, কি লিখবো? সূর্যকে দেখানোর জন্য দেশলাই বা মোমবাতি জ্বালানো যেমন হাস্যকর, আজ 'সম্পাদকীয়'-তে সত্যজিৎ সম্পর্কে দু'-চার কথা লেখাও তেমনি বাহুল্য- মাত্র।''[৮]

সত্যজিৎ রায় ১৯২১ সালের ২ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সৃজনশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে শান্তিনিকেতনে শিল্পকলার শিক্ষা লাভ করেন। পরে কর্মজীবনে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করে বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে দক্ষতা অর্জন করেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কলম ধরেন এবং সাহিত্য জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পূর্বজদের অনুসরণ করে তিনি তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা 'সন্দেশ'-কে নব কলেবরে প্রকাশ করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

> ''সত্যজিতের লেখক হয়ে ওঠা তো সন্দেশ সম্পদানার-ই সূত্রে।''[৯]

তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন বলেই শিশুসাহিত্য একজন জনপ্রিয় লেখককে পেয়েছেন। তাঁর রচিত প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প মূলত কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য গল্প। প্রতিটি গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের মনে যেমন কৌতূহলের উদ্রেক করেছেন, বিজ্ঞানের অসামান্য ক্ষমতার প্রয়োগে কল্পনার সাথে বিজ্ঞান ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কাল্পনিক চরিত্র প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। এই চরিত্রটিকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন ঘটিয়েছেন যার সম্পর্কে পাঠকের অদম্য কৌতূহল। তার আবিষ্কার কৌতূহলের পাশাপাশি পাঠকের মনে আনন্দের জাগরণ ঘটায়। শিশুদের বিজ্ঞানমুখী হতে উৎসাহিত করে। প্রোফেসর শঙ্কু ভবিষ্যতের যে সকল যন্ত্রের কথা গল্পগুলিতে বলেছেন তার দ্বারা পৃথিবীটাকে মানুষ হাতের মুঠোয় করে ফেলতে পারবে- এই যে ভাবনা যা স্বভাবতই পাঠকের মনে গভীর ছাপ ফেলে ও সেই সমস্ত যন্ত্রকে ঘিরে কল্পনা করার দুঃসাহস জাগায়। অরনিথন, ফিস পিল, বোটিকা ইন্ডিয়া, মিরাকিউল বড়ি, অ্যানাইহিলিন পিস্তল, সমনোলিন, এয়ারকন্ডিশানিং পিল- এসব প্রতিটি আবিষ্কার কাল্পনিক।

> ''নিউটনের এক-একটা Fish Pill- এ সাত দিনের খাওয়া হয়ে যায়। আমার আর প্রহ্লাদের জন্য বটফলের রস থেকে যে বড়িটা তৈরি করেছিলাম - বটিকা-ইন্ডিকা- কেবল মাত্র সেইটাই নিয়েছি। বটিকা-ইন্ডিকার একটা হোমিওপ্যাথিক বড়ি খেলেই পুরো চব্বিশ ঘন্টার জন্য খিদে তেষ্টা মিটে যায়। এক মন বড়ি সঙ্গে আছে।''[১০]

সত্যজিৎ রায় শিশুদের সামনে এরূপ আবিষ্কারের তথ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের মনে বিজ্ঞান ভাবনার জাগরণের সঞ্চারন ঘটিয়ে সহজ স্বাভাবিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। শিশুদের কল্পনা শক্তিকে বৃদ্ধি করে এই সকল আবিষ্কার। প্রোফেসর শঙ্কুর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ সেখানকার বিভিন্ন পরিবেশের ঘটনা, কখন চাঁদ, কখন মঙ্গল এসকল গ্রহকে কেন্দ্র করে যে সকল কল্পনামূলক ভাবনা তা শিশু মনে বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক বিষয়ে জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে।

সত্যজিৎ রায়ের অধিক জনপ্রিয়তা 'ফেলুদা' চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, যার মাধ্যমে তিনি গোয়েন্দা চরিত্রকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছেন। একাধিক গল্প ও উপন্যাস ফেলুদাকে ঘিরে লিখেছেন। প্রতিটি গল্পই ছোট থেকে বড় প্রত্যেককে ভীষণভাবে আকর্ষিত করে। ফেলুদা যার প্রকৃত নাম প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ফেলুদা। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর একজন বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনি উপহার দিয়েছেন- তিনি সত্যজিৎ রায়।

> "ব্যোমকেশ বিদায় নেবার পর বাঙ্গালী গোয়েন্দার শূণ্য আসনটি শূণ্যই থেকে যেত, যদি না এ আসরে দেখা দিতেন ফেলু মিত্তির।"[১১]

১৯৬৫ সালে 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' গল্পে ফেলুদার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা ছিল এই সিরিজের প্রথম রচনা। খুব দ্রুত এই চরিত্রটি বাঙালি পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সমস্যা, বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার সমাধান অনায়াসে ঘটিয়েছেন ফেলুদা। সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় রোমাঞ্চকর ঘটনা পরিবেশনের মাধ্যমে শুধু সমস্যার সমাধান ঘটাননি, সততা-ন্যায়-নিষ্ঠাপরায়ণতার নৈতিক শিক্ষা শিশুদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ফেলুদার পাশাপাশি তোপসে ও জটায়ুর চরিত্রটি শিশুদের আকর্ষিত করে।

> "ফেলুদা কাহিনীর সমস্ত লবণ, সমস্ত কৌতুক, সমস্ত টান অবশ্যই তিনটে খিলানের উপর দাঁড়িয়ে আছে- ফেলু মিত্তির, জটায়ু এবং তপেশ। সেই স্ট্রাকচারের একটা অংশও যদি বাদ দেওয়া যায় তা হলে সেটা আর যাই হোক, ফেলু মিত্তিরের গল্প থাকবে না।"[১২]

সত্যজিৎ রায়ের বিচিত্র বিষয়ে ছিল ধারণা তাই একের পর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন। বিচিত্র ও বহুবিধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাড়িনী খুড়ো চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন। তারিণী খুড়োর গল্পগুলি শিশুদের পাশাপাশি সকল বয়সের মানুষেরই প্রিয়। তারিণী ব্যানার্জি যার বয়সের ধারণা করা অসম্ভব। কারণ পৃথিবীর যাবতীয় বৃহৎ ঘটনা সবই তার চাক্ষুষ্য প্রত্যক্ষ এই দাবি তিনি জানান। স্বভাবতই তার বলা প্রতিটি ঘটনাই অলৌকিক তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ভূতের প্রসঙ্গ, সাথে রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার ইতিহাস বর্ণনা ও নানান রকম তথ্য।

সত্যজিৎ রায় শিশু মনের চাহিদা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অবগত আর তাই শিশুদের উপযোগী করেই এই গল্প উপন্যাসগুলি লিখেছেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্র জগতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, আজও সেই ধারা প্রবাহমান। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষা প্রয়োগে সৃষ্টি করেছেন রোমহর্ষক রহস্য, ভৌতিক পরিবেশ, হাস্যরস ও কৌতুক। সর্বোপরি তিনি কল্পবিজ্ঞানের কথা বলেছেন। কখন তিনি পাঠককে রোমাঞ্চকর অনুভূতির সম্মুখীন করেছেন আবার কখনও অলৌকিক বিভিন্ন ঘটনার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিশুদের মনে অলৌকিক জগতের প্রতি জানার আগ্রহের উদ্রেক ঘটিয়েছেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন বহুবিচিত্র প্রতিভার অধিকারী— লেখক, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ এবং মুদ্রণশিল্পী। তাঁর পৌত্র সত্যজিৎ রায় একই সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন এবং ঠাকুরদা ও পিতা সুকুমার রায়ের কাছ থেকে সৃজনশীলতার প্রেরণা পেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনিও সেই একই ধারায় এগিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর ঠাকুরদাকে না দেখলেও তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাই উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কে চলচ্চিত্রায়ন ঘটিয়েছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় পরবর্তীতে যুক্ত হয়ে পত্রিকার পূর্ব ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর ও পৌত্র সত্যজিৎ উভয়ই শিশুসাহিত্য জগতে অনবদ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু সময়ভেদে তাঁদের রচনার ভঙ্গি, ভাবনা, ভাষা প্রয়োগ ও রচনার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর ফারাক। অর্থাৎ আমরা একটা বিষয় খুব সহজেই বুঝতে পারি, শিশু কিশোর সাহিত্য সূচনা লগ্নে ঠিক যেমন ছিল পরবর্তীতে তার রূপের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যে ভাবনাকে কেন্দ্র করে শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন অর্থাৎ, তাঁর গল্পগুলিতে মূলত শিশুদের নীতিশিক্ষা ও উপদেশের কথাই উপস্থাপন করেছেন। আর এই নীতিশিক্ষা ও উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সব সময় মানব চরিত্রের সাহায্য নেননি। পশুপাখি, জীবজন্তুকে কেন্দ্র করে তিনি শিশুদের আগ্রহকে অধিক আকর্ষিত করেছেন। গল্পগুলি কল্পনামূলক ও তাতে ফ্যান্টাসিই প্রধান। তাঁর রচনাতেই বোধহয় ছোটরা প্রথম সাহিত্যের স্বাদ পেয়েছিল, খুঁজে পেয়েছিল তাদের ছোট ছোট ভাবনাকে, যে ভাবনাগুলো অবাস্তব। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে গোয়েন্দা গল্প ও বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি গড়ে তুলেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসে বলেছেন মগজাস্ত্র প্রয়োগের কথা। তিনি ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরের মতো শুধু শিশুসাহিত্য রচনাতেই থেমে থাকেননি। সত্যজিৎ রায় রচিত শিশুসাহিত্যগুলি শিশু এবং তরুণ উভয়ের ক্ষেত্রেই উপযোগী। তাঁর গল্প উপন্যাস পাঠে চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগের প্রবণতা বাড়ে। যেহেতু বাস্তবের ঘটনার সাথে কল্পনা মিশ্রিত থাকে সেহেতু শিশুরা খুব সহজে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি শিশুর মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। সত্যজিৎ রায় সর্বোপরি সকল শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য গল্প উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ, বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা। বিজ্ঞান, রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি শিশু মনস্তত্ত্বের উপযোগী করা হয়েছে। সেকালের শিশুসাহিত্যে শিশুদের প্রকৃত মানুষ করে তোলার দিকে বেশি মনোযোগ ছিল। কিন্তু একালে শিশু-কিশোর সাহিত্য অনেক বেশি স্বাধীন কল্পনাপ্রবন, বাস্তবমুখী ও যুক্তিনির্ভর। একালে শিশুর আনন্দ, কৌতূহল ও মানসিকতার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে শিশুসাহিত্যের ধরন বদলেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যেখানে শিশুমনে কল্পনা ও নৈতিকতার বীজ বপন করেছেন, সেখানে সত্যজিৎ রায় সেই কল্পনাকে আধুনিকতা, যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় প্রসারিত করেছেন। দুই যুগের এই দুই সাহিত্যিক একে অপরের পরিপূরক।

তথ্যসূত্র:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। ডি. এম লাইব্রেরী, ১৩৬৫, কলকাতা, পৃ. ৮।
২। তদেব, পৃ. ৯।
৩। বসু, বুদ্ধদেব। সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস, বৈশাখ ১৩৬১, কলকাতা, পৃ. ৪৭।
৪। তদেব, পৃ. ৯।
৫। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। সেকালের কথা। সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৯০৩, কলকাতা, পৃ. ১।
৬। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, সম্পাদনা। সন্দেশ। দ্বিতীয় বর্ষ, পারুল, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৩৯৭।
৭। প্রামানিক, প্রবীর, সম্পাদনা। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য: আধুনিক বিচার। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১১২।
৮। ঘোষ, বিজিত, সম্পাদনা। সত্যজিৎ- প্রতিভা। র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯১৩, কলকাতা, পৃ. ৯।

৯। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, সম্পাদনা। সন্দেশ। দ্বিতীয় বর্ষ, পারুল, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১৮।

১০। রায়, সত্যজিৎ। প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি। ব্যোমযাত্রীর ডায়রি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৮।

১১। ঘোষ, বিজিত, সম্পাদনা। সত্যজিৎ- প্রতিভা। র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯১৩, কলকাতা, পৃ.১২৮।

১২। তদেব, পৃ. ১৩৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। ডি. এম লাইব্রেরী, ১৩৬৫, কলকাতা।

২. ঘোষ, বিজিত, সম্পাদনা। সত্যজিৎ- প্রতিভা। র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯১৩, কলকাতা।

৩. জানা, সুনীল, সংকলন ও সম্পাদনা। উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, কলকাতা।

৪. প্রামানিক, প্রবীর, সম্পাদনা। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য: আধুনিক বিচার। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, কলকাতা।

৫. বসু, বুদ্ধদেব। সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস, বৈশাখ ১৩৬১, কলকাতা।

৬. রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, সম্পাদনা। সন্দেশ। দ্বিতীয় বর্ষ, পারুল, ২০১০, কলকাতা।

৭. রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। সেকালের কথা। সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৯০৩, কলকাতা।

৮. রায়, সত্যজিৎ। প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি। ব্যোমযাত্রীর ডায়রি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, ২০১৪, কলকাতা।

৯. মৈত্র, সমীর, সম্পাদনা। সুকুমার রায় রচনাবলী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৬০, কলকাতা।

১০. সেন, নবেন্দু। বাংলা শিশু সাহিত্য। পুথিপত্র, ২০০৪, কলকাতা।